কালের কণ্ঠ

তারিখ 10 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হচ্ছে

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ছাড়া সরকারি শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো নিয়ে কাজ চলছে বলে জানান তিনি।

গতকাল রবিবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি জানান, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত এবং প্রতিটি শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা গ্রহণ

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬ ছবি ▶ পৃষ্ঠা ২

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বছরের প্রথম দিনে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা মূল্যে নতুন বই তুলে দেওয়া হচ্ছে। এ বছরও বিএনপি-জামায়াতের হরতাল, অবরোধ, মানুষ খুন ও নাশকতার মধ্যে প্রায় ৩০ কোটি বই নতুন বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'শিক্ষার উন্নয়নে আমরা যখন কাজ করছি তখন বিএনপি-জামায়াত আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে বিপন্ন করছে। মাসের পর মাস ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারেনি তাদের সহিংস তৎপরতার কারণে। স্কুলে যাওয়ার পথে ককটেল মেরে আহত করেছে চট্টগ্রামের স্কুলছাত্রী অভ্র বড়ুয়া, সাভারের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী বিনু ও বগুড়ার সাদিয়া আক্তারকে। নির্বাচন বানচাল করতে তারা ৫৮২টি স্কুল ভাঙচুর করেছে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী তাই ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'তাঁরা কী চান? এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষিত হোক, আগামী দিনের নেতৃত্ব শিক্ষিত হোক, এটা কি তাঁরা চান না? নাকি আমাদের শিক্ষার্থীরা মানিলন্ডারিং, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম শিখবে, তাই চান তাঁরা?'

অশিক্ষিত নেতৃত্বই তাঁদের পছন্দ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এ ধরনের নাশকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড আর ঘটাতে দেওয়া যাবে না। যারা ঘটাবে তাদের কঠোর শাস্তি' পেতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'এমন নাশকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড ঘটতে দেখলে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করুন।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা ও পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী সেই সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ২৫০ শিক্ষার্থীর মধ্যে মেডেল ও সনদ বিতরণ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন একই মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আক্তার হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের পেশা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। তাই তাঁর সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেছে। অন্যরাও যেন এই পেশা গ্রহণে আগ্রহী হয়, এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, তা নিয়ে কাজ করে চলেছে। সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ৯৯ হাজার ১৮১ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশ গড়ার জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সরকার শিক্ষিত জনবল তৈরিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকসহ শিক্ষার সব ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। শেখ হাসিনা দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে বলেন, '২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারব এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা এবং বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হব।' সূত্র : বাসস।